কৃষি সমাচার

দ্বি-মাসিক অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

রেজিঃ নং-ডি এ ১৩ ❑ বর্ষ ঃ ৪৮ ❑ জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ❑ ২০১৫ খ্রি. ❑ ১৮ পৌষ-১৬ ফাল্গুন ❑ ১৪২১ বঙ্গাব্দ

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন

কৃষি সমাচার

দ্বি-মাসিক অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

প্রধান উপদেষ্টা
মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম সিকদার এনডিসি
চেয়ারম্যান, বিএডিসি

উপদেষ্টা মণ্ডলী
মোঃ মোফাজ্জল হোসেন এনডিসি
সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা)
মোঃ রমজান আলী
সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান)
মোঃ আতাহার আলী
সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ)
মোঃ মাহফুজুল হক
সদস্য পরিচালক (অর্থ)

সম্পাদক
মোঃ তোফায়েল আহমদ
ই-মেইল : tofayeldu@yahoo.com

ফটোগ্রাফি
মোঃ আব্দুল মাজেদ
ক্যামেরাম্যান

প্রকাশক
তাহমিনা বেগম
জনসংযোগ কর্মকর্তা
৪৯-৫১ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা
ঢাকা-১০০০

মুদ্রণে
প্রিন্টোলাইন
৫১, নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০,
ফোন: ৮৩২২২২১

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন আধুনিক ও লাগসই প্রযুক্তি নির্ভর কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে সেচ এলাকা সম্প্রসারণ করছে। আধুনিক সেচ ব্যবস্থাপনায় একটি নতুন প্রযুক্তি হলো "রাবার ড্যাম"। ভূ-পরিস্থ পানির জলাধার তৈরি ও পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধির জন্য এটি বর্তমানে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি। এ প্রযুক্তির মাধ্যমে ভূ-পরিস্থ পানি প্রবাহে অর্থাৎ নদীতে আড়াআড়িভাবে রাবার ড্যাম স্থাপন করে জলাধার তৈরি করা হয়। শুকনো মৌসুমে রাবার ড্যাম ফুলিয়ে পানি ধরে রাখা হয়। সঞ্চিত পানি গ্রাভিটি ফ্লো বা শক্তিচালিত পাম্পের মাধ্যমে জমিতে সরবরাহ করা হয়। বিএডিসি ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রযুক্তির সাথে সম্পৃক্ত হয় ২০০৯ সালে। প্রাথমিকভাবে দুটি রাবার ড্যাম প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্ব পায়। প্রকল্প মেয়াদ শেষ হওয়ার দুই বছর পূর্বে তা দক্ষতার সাথে বাস্তবায়ন করে। পরে জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে আরো দুইটি রাবার ড্যাম বাস্তবায়ন করে। তারই ধারাবাহিকতায় গত ০৪ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে বিএডিসি'র মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ি উপজেলায় চেল্লাখালি রাবার ড্যাম ও সুনামগঞ্জ জেলার বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় মিছাখালী রাবার ড্যামের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়। চেল্লাখালী রাবার ড্যাম নির্মিত হলে প্রকল্প এলাকায় কমপক্ষে ৫০০ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদান সম্ভব হবে। ফলে প্রতি বছরে প্রায় ২২০০ মেট্রিক টন অতিরিক্ত খাদ্য শস্য উৎপাদিত হবে। অপরদিকে মিছাখালী রাবার ড্যাম নির্মিত হলে হাওর এলাকার একমাত্র ফসল বোরো ধান পাহাড়িয়া ঢল থেকে রক্ষা পাবে। হাওর এলাকায় কৃষকদের উৎপাদন বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

ভেতরের পাতায়.....

মিছাখালী রাবার ড্যাম এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ০৩
নালিতাবাড়ী চেল্লাখালী রাবার ড্যাম কৃষকের ভাগ্য খুলে দিবে- কৃষিসচিব ০৫
গভীর ও অগভীর নলকূপের জোন অব ইনফ্লুয়েন্স নির্ণয় সংক্রান্ত
সমীক্ষার ড্রাফট ফাইনাল রিপোর্ট শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত ০৭
বিএডিসি'র উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত ০৯
মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের উদ্যোগে বীজ পরীক্ষণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত ১১
ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০১৫ মেলায় বিএডিসি'র অংশগ্রহণ ১৩
চৈত্র-বৈশাখ মাসের কৃষি ১৬

যারা যোগায় ক্ষুধার অন্ন
আমরা আছি তাদের জন্য

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, ৪৯-৫১, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।
ফোন ঃ ৯৫৫২২৫৬, ৯৫৫২৩১৬, ইমেইল ঃ prdbadc@gmail.com, ওয়েবসাইট ঃ www.badc. gov.bd

সুনামগঞ্জে মিছাখালী রাবার ড্যাম এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

মিছাখালি রাবার ড্যামের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী জনাব এম এ মান্নান এমপি

গত ১৫ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন সুনামগঞ্জ জেলার বিশ্বম্ভরপুর উপজেলাধীন উলাসনগর ও সিরাজপুর এলাকায় মিছাখালী নদীর উপর স্থাপিত রাবার ড্যামের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব এম এ মান্নান এমপি। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) "খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্পের" আওতায় সুনামগঞ্জ জেলার বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার দক্ষিণ বাদাঘাট ইউনিয়নে মিছাখালী নদীতে প্রায় ৩৫ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি রাবার ড্যাম বাস্তবায়ন করছে। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বলেন, মিছাখালী রাবার ড্যাম দেশের খাদ্য উৎপাদনে অভূতপূর্ব অবদান রাখবে। আগাম বন্যা ও পাহাড়ি ঢলের কারণে হাওরের ফসল আর ক্ষতিগ্রস্থ হবে না। মিছাখালী রাবার ড্যাম কৃষকদের ভাগ্য খুলে দিবে।

বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম সিকদার এনডিসি ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় সংসদ ২২৭ সুনামগঞ্জ -৪ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট পীর ফজলুর রহমান মিসবাহ্, জাতীয় সংসদ ৩২৯ মহিলা আসন ২৯ এর মাননীয় সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট শামছুন নাহার বেগম এবং সুনামগঞ্জের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক জনাব দেবজিৎ সিংহ। বিএডিসি সিলেট রিজিয়নের নিবার্হী প্রকৌশলী প্রনজিৎ দেব এর সঞ্চালনায় স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক মোঃ হাফিজউল্লাহ চৌধুরী। অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান আবদুর রহমান, মুক্তিযোদ্ধা জিল্লুর রহমান, বিশ্বম্ভরপুর উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান সুলেমান তালুকদার, মোশারফ হোসেন, হুমায়ুন কবির, নজরুল ইসলাম, মহিমউদ্দিন ও অন্যান্যরা। অনুষ্ঠানে সুনামগঞ্জ উপজেলা চেয়ারম্যান হাজী আবুল কালাম, বিশ্বম্ভরপুর উপজেলা নিবার্হী অফিসার খন্দকার মোঃ আবদুল্লাহ আল মাহমুদসহ বিভিন্ন সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় কৃষকবৃন্দ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে বক্তারা জানান, বিগত ২০/২৫ বছর যাবত স্থানীয়ভাবে পানি উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে প্রতিবছর ৫০-৭০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মাটির বাঁধ নির্মাণ করা হলেও তা সবসময় Stable হয় না এবং পাহাড়িয়া ঢলের পানি প্রতিরোধ করতে পারে না। বিগত ২০০৯ এবং ২০১০ সনের শুকনো মৌসুমে আকস্মিক পাহাড়িয়া ঢলে হাওর এলাকার প্রায় সকল ফসল নষ্ট হয়ে যায়, ফলে এলাকার আর্থ সামাজিক অবস্থার অবনতি ঘটে। এ অবস্থা উত্তরণে সরকার কর্তৃক পুনর্বাসন কার্যক্রম চালু করে কৃষকদের সহায়তা করা হয়। এসব কারণে হাওর এলাকায় পাহাড়িয়া ঢল থেকে একমাত্র ফসল বোরো ধান রক্ষা করে দেশের খাদ্য নিরাপত্তায় সহায়তা করার উদ্দেশ্যেই এ নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন জনাব আঃ বাছেত, হুমায়ুন কবির, মোঃ জিল্লুর রহমান, উপজেলা নিবার্হী কর্মকর্তা ও অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ। অনুষ্ঠানে বিএডিসি'র সওকা বিভাগের প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ মোজাম্মেল ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রাকৃতিক দূর্যোগে বহুবিধ সংকটে আবর্তিত বাংলাদেশের কৃষি।

(বাকি অংশ ০৪ এর পাতায়)

পরিদর্শন ছক মোতাবেক পরিদর্শন প্রতিবেদন দাখিল প্রসঙ্গে নির্দেশনা

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রমের মাধ্যমে উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ সকল কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য মনিটরিং কার্যক্রম জোরদারকরণের লক্ষ্যে সংস্থা কর্তৃক একাধিক মনিটরিং টিম গঠন করা হয়েছে। তাছাড়া সদস্য পরিচালক ও বিভাগীয় প্রধানগণ নিজ নিজ উইং/বিভাগের মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের কর্মস্থলে নিয়মিত উপস্থিতি ও তদারকি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের অধিকতর তৎপর হওয়ার জন্য ইতোমধ্যে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। কার্যক্রম বাস্তবায়নে পরিলক্ষিত হচ্ছে যে, মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম পরিদর্শন শেষে কর্মকর্তাগণ বিভিন্ন ফরম্যাটে পরিদর্শন প্রতিবেদন দাখিল করছেন। যার ফলে প্রতিবেদনের সার সংক্ষেপ যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপনে জটিলতা দেখা দিচ্ছে। এর প্রেক্ষিতে চেয়ারম্যান মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে একটি পরিদর্শন প্রতিবেদন ছক প্রস্তুত করা হয়েছে। পরিদর্শন ছক মোতাবেক প্রতিবেদন দাখিলের জন্য সংশ্লিষ্ট বিএডিসি'র সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীকে অনুরোধ করা হয়েছে।

পরিদর্শন প্রতিবেদন ছক বিএডিসি'র ওয়েবসাইট: www.badc.gov.bd এ ঠিকানায় পাওয়া যাবে।

মিছাখালী রাবার ড্যাম এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

(৩ এর পাতার পর)

খরা, অকাল বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, উপকূলীয় এলাকায় পানির লবণাক্ততা বৃদ্ধি, পাহাড়ি এলাকায় সেচ পানির অপ্রতুলতা, আগাম বন্যাসহসহ বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতি আমাদেরকে মোকাবেলা করতে হচ্ছে। এই চ্যালেঞ্জ ও সংকট থেকে উত্তরণের জন্য সরকার বিভিন্ন বাস্তবসম্মত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসে গ্রামীণ কৃষি অর্থনীতিকে সচল করার জন্য বিএডিসি'র মাধ্যমে অনেক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। কর্মসূচি ও প্রকল্পের কার্যক্রম দক্ষভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে সংস্থাটি তার যোগ্যতার পরিচয় রাখছে। এ সংস্থা স্বল্প সময়ের মধ্যে মানসম্মতভাবে রাবার ড্যাম বাস্তবায়ন করছে। মিছাখালী রাবার ড্যাম আগামী এক বছরের মধ্যে বাস্তবায়িত হবে বলে তিনি মনে করেন। বিএডিসি কর্তৃক এ রাবার ড্যাম বাস্তবায়নের পর আর এ এলাকায় মাটির বাঁধ দিতে হবে না। রাবার ড্যামের মাধ্যমেই হাওর এলাকার একমাত্র ফসল বোরো ধান পাহাড়িয়া ঢল থেকে রক্ষা করে দেশের খাদ্য নিরাপত্তায় সহায়তা করা হবে। এ রাবার ড্যামের মাধ্যমে আগাম বন্যা ও পাহাড়িয়া ঢল প্রতিরোধ করে হাওর এলাকার কৃষকদের খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে, ফলে আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটবে। তিনি আরো জানান, আগামী দুই মাসের মধ্যে হাওর এলাকার স্বপ্নের যাত্রা সুরমা ব্রীজের কাজ সম্পন্ন হবে। সুনামগঞ্জে বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হবে।

তিনি আরো বলেন, বর্তমান সরকার কৃষি বান্ধব সরকার। হাওর এলাকার কৃষকদের স্বার্থে এবং খাদ্যের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করার জন্য বর্তমান সরকার বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় তিনটি রাবার ড্যাম নির্মাণ করা হচ্ছে। মিছাখালী নদীতে একটি রাবার ড্যাম বিএডিসি নির্মাণ করছে । অপর দুইটি যথা- গজারিয়া ও ঘাগটিয়া নদীতে এলজিইডি কর্তৃক রাবার ড্যাম নির্মাণ করা হচ্ছে। তিনটি রাবার ড্যামের মাধ্যমে এ বিস্তীর্ণ হাওর এলাকায় আর পাহাড়ি ঢলে বোরো ধান নষ্ট হবে না। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে দেশের কৃষি উন্নয়নসহ সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করছে। কৃষিতে ভর্তূকি বাড়িয়েছে, কৃষকদের জন্য মাত্র দশ টাকায় ব্যাংক হিসাব খোলার ব্যবস্থা করেছে, সার ও কীটনাশক প্রাপ্তি সহজলভ্য করেছে, কৃষি পুনর্বাসনের উপকরণ ও অর্থ কৃষকের হাতে দেয়া হচ্ছে, সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করা হচ্ছে, নতুন নতুন ধানের জাত আবিষ্কারের প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে, সরকারি বীজ সরবরাহের পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে, সারের পর্যাপ্ততা বৃদ্ধি করা হয়েছে, সেচের পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধিতে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে এবং কৃষকদের দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে।

সভাপতির বক্তব্যে বিএডিসির চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম সিকদার এনডিসি বলেন, বিএডিসি ২০০৯ সনে রাবার ড্যাম প্রযুক্তি বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত হয়। প্রাথমিকভাবে দুটি রাবার ড্যাম প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্ব পায়। প্রকল্প মেয়াদ শেষ হওয়ার দুই বছর পূর্বে তা দক্ষতার সাথে বাস্তবায়ন করে। পরে জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে আরো দুইটি রাবার ড্যাম বাস্তবায়ন করে এবং বর্তমানে সবগুলো রাবার ড্যম সেচ কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। মিছাখালী রাবার ড্যামের মাধ্যমে ভূপরিস্থ পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পাবে। তিনি আরো বলেন, বিএডিসি মিছাখালী নদীতে প্রায় ৩৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫ স্প্যান বিশিষ্ট ২২০ মিটার দৈর্ঘ্য ও ৪ মিটার উচ্চতা সম্পন্ন রাবার ড্যাম নির্মাণ করছে। মিছাখালী রাবার ড্যাম উজানের দেশ হতে আগাম বন্যা ও পাহাড়ি ঢল প্রতিরোধে ব্যবহৃত হবে। আগাম বন্যা/ পাহাড়ি ঢল হতে বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার আঙ্গুরালী ও করচা হাওরের প্রায় ৭,০০০ হেক্টর বোরো ফসল রক্ষা করা সম্ভব হবে। ফলে ৩১,৫০০ মেট্রিক টন ফসল রক্ষা পাবে, যার বাজার মূল্য প্রায় ৫৬ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা। উৎপাদন ব্যয় কমবে ও পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকবে।

নালিতাবাড়ী চেল্লাখালী রাবার ড্যাম কৃষকের ভাগ্য খুলে দিবে- কৃষিসচিব

বিএডিসি'র মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন নালিতাবাড়ী চেল্লাখালী রাবার ড্যামের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের পর মোনাজাত করছেন সাবেক কৃষিসচিব ড. এস এম নাজমুল ইসলাম

গত ০৪ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন চেল্লাখালী রাবার ড্যাম এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিব ড. এস এম নাজমুল ইসলাম।

ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, চেল্লাখালী রাবার ড্যাম দেশের খাদ্য উৎপাদনে অভূতপূর্ব অবদান রাখবে। সেচের পানির অভাবে শুকনো মৌসুমে এখানে ফসল উৎপাদন করা বেশ কষ্টকর ছিল। চেল্লাখালী রাবার ড্যাম এ এলাকার কৃষকদের ভাগ্য খুলে দিবে। চেল্লাখালী রাবার ড্যামের মাধ্যমে শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ী উপজেলার সন্নাসীভিটা, রানীগাও, কালিনগর, কচুয়াবাড়ী, আমবাগান, নন্নী, উত্তরবন্ধ এলাকার কৃষকদের দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের অর্থায়নে "জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুকি মোকাবেলায় শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ী উপজেলাধীন চেল্লাখালী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ" শীর্ষক একটি প্রকল্প বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় চেল্লাখালী নদীতে ৩৬ মিটার দীর্ঘ ও ৪.৫ মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট একটি রাবার ড্যাম নির্মাণ করা হবে এবং ৫ কিলোমিটার নদী পুন:খনন করা হবে। উক্ত কাজে প্রায় ১৪ কোটি টাকা ব্যয় হবে।

বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম সিকদার এনডিসি ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব এ জেড এম মমতাজুল করিম, বিনা'র মহাপরিচালক ড. মোঃ আঃ রাজ্জাক, কৃষি মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব জনাব পুলক রঞ্জন সাহা, শেরপুরের জেলা প্রশাসক জনাব মোহাম্মদ জাকীর হোসেন এবং শেরপুরের পুলিশ সুপার জনাব মোঃ মেহেদুল করিম । বিএডিসি ক্ষুদ্রসেচ বিভাগের প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ খলিলুর রহমান স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন। অনুষ্ঠান শেষে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক মোঃ হাফিজউল্লাহ চৌধুরী ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় কৃষকবৃন্দ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। সভায় বক্তারা জানান, এটি একটি পরিবেশ বান্ধব প্রকল্প। রাবার ড্যাম প্রযুক্তি মূলত চীন দেশের প্রযুক্তি। চেল্লাখালী রাবার ড্যাম প্রকল্পের মাধ্যমে অত্র এলাকার কৃষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। বেকার যুবক ও কৃষকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন এবং আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নতি হবে।

কৃষিসচিব প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রাকৃতিক দূর্যোগে বহুবিধ সংকটে আবর্তিত বাংলাদেশের কৃষি। খরা, অকাল বন্যা, জলোচ্ছাস, উপকূলীয় এলাকায় পানির লবণাক্ততা বৃদ্ধি, পাহাড়ি এলাকায় সেচ পানির অপ্রতুলতাসহ বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতি আমাদেরকে মোকাবেলা করতে হচ্ছে। এই চ্যালেঞ্জ ও সংকট থেকে উত্তরণের জন্য সরকার বিভিন্ন বাস্তবসম্মত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসে গ্রামীণ কৃষি অর্থনীতিকে সচল করার জন্য বিএডিসি'র মাধ্যমে অনেক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে। কর্মসূচি ও প্রকল্পের কার্যক্রম দক্ষভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে সংস্থাটি তার যোগ্যতার পরিচয় রাখছে। এ সংস্থা স্বল্প সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের অর্থায়নে চট্টগ্রাম জেলায় দুইটি রাবার ড্যাম বাস্তবায়ন করে।

চেল্লাখালী রাবার ড্যামটি আগামী এক বছরে বাস্তবায়িত

(বাকি অংশ ০৬ এর পাতায়)

ঠাকুরগাঁওয়ে আলু চাষিদের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

গত ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে ঠাকুরগাঁওয়ে বীজ আলু উৎপাদনে চুক্তিবদ্ধ চাষীদের দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উপপরিচালক (টিসি), বিএডিসি হিমাগার ঠাকুরগাঁও এ প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। কর্মশালার উদ্বোধন করেন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি ও ঠাকুরগাঁও-১ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব রমেশ চন্দ্র সেন এমপি।

বিশেষ অতিথি ছিলেন, জেলা প্রশাসক জনাব মুকেশ চন্দ্র বিশ্বাস, জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও জেলা পরিষদ প্রশাসক জনাব মুহাম্মদ সাদেক কুরাইশী, পুলিশ সুপার জনাব অব্দুর রহিম শাহ্ চৌধুরী ও বিএডিসি'র অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক(সিডিপি ক্রপস) জনাব মোঃ শাহ নেওয়াজ। প্রশিক্ষণে বিএডিসি'র ৯০ জন চুক্তিবদ্ধ আলু চাষী ২৪ টি ব্লক এলাকা থেকে অংশ গ্রহণ করে। কর্মশালায় চাষীদের আলু বীজ উৎপাদন, সংগ্রহ ও সংরক্ষণের নানাবিধ কলাকৌশল এবং উন্নত বীজ উৎপাদনের জ্ঞান প্রদান করা হয়।

(সংকলিত ঃ দৈনিক সংবাদ)
১২/০২/১৫

আমন ধান বীজের সংগ্রহমূল্য

বংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) কর্তৃক ৭ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তক্রমে ২০১৪-১৫ বর্ষে উৎপাদিত বিভিন্ন শ্রেণি ও জাতের আমন ধান বীজের সংগ্রহ মূল্য নিম্নোক্তভাবে নির্ধারণ করা হয়েছেঃ

ক্রঃ নং	বীজের জাত	বীজের শ্রেণি	সংগ্রহ মূল্য (টাকা/কেজি)
১	ব্রিধান-৩৪ (সুগন্ধি)	ভিত্তি	৫০.০০ (পঞ্চাশ)
		প্রত্যায়িত/মানঘোষিত	৪৮.০০ (আটচল্লিশ)
২	বিআর-২২, ব্রিধান-৪৯, ব্রিধান-৫৭ নাইজারশাইল ও বিনাশাইল	ভিত্তি	৩৪.০০ (চৌত্রিশ)
		প্রত্যায়িত/মানঘোষিত	৩১.০০ (একত্রিশ)
৩	অন্যান্য সকল জাত	ভিত্তি	৩৩.০০ (তেত্রিশ)
		প্রত্যায়িত/মানঘোষিত	৩০.০০ (ত্রিশ)

নালিতাবাড়ী চেল্লাখালী রাবার ড্যাম

(৫ এর পাতার পর)

হবে বলে তিনি মনে করেন। বিএডিসি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন এ রাবার ড্যামটি প্রকল্প এলাকার কৃষকদের খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে, ফলে আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটাবে।

তিনি আরো বলেন, বর্তমান সরকার কৃষি বান্ধব সরকার। ক্ষমতায় আসার পর থেকে সরকার দেশের কৃষি উন্নয়নসহ সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করছে। কৃষিতে ভর্তূকি বাড়িয়েছে, কৃষকদের জন্য মাত্র দশ টাকায় ব্যাংক হিসাব খোলার ব্যবস্থা করেছে, সার ও কীটনাশক প্রাপ্তি সহজলভ্য করেছে, কৃষি পুনর্বাসনের উপকরণ ও অর্থ কৃষকের হাতে দেয়া হচ্ছে, সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করা হচ্ছে, নতুন নতুন ধানের জাত আবিষ্কারের প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে, সরকারি বীজ সরবরাহের পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে, সারের পর্যাপ্ততা বৃদ্ধি করা হয়েছে, সেচের পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধিতে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে এবং কৃষকদের দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। এসব কার্যক্রমে বিএডিসি বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখছে। এসব কাজে সফলতার উপর ভিত্তি করে বিএডিসি কৃষিক্ষেত্রে সর্বোচ্চ পুরস্কার " বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার-১৪১৭" লাভ করেছে।

সভাপতির বক্তব্যে বিএডিসির চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম সিকদার এনডিসি বলেন, বিএডিসি ২০০৯ সনে রাবার ড্যাম প্রযুক্তি বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত হয়। প্রাথমিকভাবে দুটি রাবার ড্যাম প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্ব পায়। প্রকল্প মেয়াদ শেষ হওয়ার দুই বছর পূর্বে তা দক্ষতার সাথে বাস্তবায়ন করে। পরে জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে আরো দুইটি রাবার ড্যাম বাস্তবায়ন করে এবং বর্তমানে সবগুলো রাবার ড্যাম সেচ কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন জনাব আঃ ওহাব, ফজলুল হক, আঃ সবুর, অ্যাডভোকেট গোলাম কিবরিয়া বুলু, নুরুল ইসলাম চেয়ারম্যান, আসত আরা আসমা, কৃষিবিদ আল ফারুক ডিয়ন ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

নালিতাবাড়ী উপজেলার চেল্লাখালী নদীতে দীর্ঘ বছর যাবৎ কৃষকগণ নিজস্ব উদ্যোগে মাটির বাঁধ নির্মাণ করে সীমিত ভাবে চাষাবাদ করত। এভাবে প্রতি বছর মাটির বাধ নির্মাণ করে কৃষকরা আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতো। চেল্লাখালী রাবার ড্যাম নির্মাণ হলে প্রকল্প এলাকায় কমপক্ষে ৫০০ হেক্টর জমিতে সেচ দেয়া সম্ভব হবে, ফলে প্রতি বছর প্রায় ৪.৫ কোটি টাকার ২২৫০ মেট্রিক টন অতিরিক্ত খাদ্য শষ্য উৎপাদিত হবে। এই ড্যামের মাধ্যমে ভূপরিস্থ পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পাবে, উৎপাদন ব্যয় কমবে ও পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকবে।

গভীর ও অগভীর নলকূপের জোন অব ইনফ্লুয়েন্স নির্ণয় সংক্রান্ত সেমিনার অনুষ্ঠিত

গত ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে কৃষিভবনস্থ সম্মেলন কক্ষে গভীর ও অগভীর নলকূপের জোন অব ইনফ্লুয়েন্স নির্ণয় সংক্রান্ত সমীক্ষার ড্রাফট ফাইনাল রিপোর্টের ওপর এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ ইউনুসুর রহমান সেমিনারে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন। বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম সিকদার এনডিসি অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ক্ষুদ্রসেচ উইংএর সদস্য পরিচালক জনাব মোঃ আতাহার আলী এবং সেন্টার ফরএনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস (সিইজিআইএস) এর নির্বাহী পরিচালক ইঞ্জিঃ মোঃ ওয়াজি উল্লাহ। সেমিনারে সংস্থার সদস্য পরিচালকগণ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকসহ কৃষি মন্ত্রণালয়, প্ল্যানিং কমিশন, আইএমইডি, বাংলাদেশ ওয়াটার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, পানি সম্পদ উন্নয়ন সংস্থা, বিএডিসির প্রধান প্রকৌশলীগণ, বীজ ও সারব্যবস্থাপনা বিভাগের মহাব্যবস্থাপকগণ, ক্ষুদ্রসেচ উইং এর বর্তমান ও প্রাক্তন প্রকৌশলীগণ এবং আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ উপস্থিত হয়ে তাদের সুচিন্তিত মতামত প্রদান করেছেন।

গভীর ও অগভীর নলকূপের জোন অব ইনফ্লুয়েন্স নির্ণয় একটি গুরুত্বপূর্ণ সমীক্ষা কার্যক্রম। যা 'ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়নে জরিপ ও পরিবীক্ষণ প্রকল্প' এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়। দেশের ৭টি জেলায় এই সমীক্ষাটি পরিচালনা করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের একটি ট্রাস্টি প্রতিষ্ঠান, সিইজিআইএস সমীক্ষাটি গত দুই বছর সময়কালের মধ্যে বাস্তবায়ন করে এর খসড়া রিপোর্ট দাখিল করেছে। সেমিনারে খসড়া রিপোর্টের ওপর সিইজিআইএস এর গ্রুপ লিডার ড. মোঃ আব্দুস সাত্তার এবং সহযোগী হিসেবে মোতালেব হোসেন সরকার মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। শুরুতে প্রকল্প পরিচালক, জনাব মোঃ লুৎফর রহমান স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন।

সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জনাব মোতালেব হোসেন সরকার

সেচযন্ত্রের সাহায্যে ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনকালে পানির লেভেল নিচে চলে যায়, যাকে আমরা ড্র-ডাউন বলে থাকি। এই ড্র-ডাউনের ফলে প্রতিটি নলকূপের চারদিকে পানির লেভেল কৌণিক আকারে নলকূপের সাথে মিলিত হয়। যে এলাকা জুড়ে এ কোণ তৈরি হয় তাকে ঐ নলকূপের জোন অব ইনফ্লুয়েন্স বলে। দুটি নলকূপের জোন অব ইনফ্লুয়েন্স ওভার ল্যাপিং হলে ড্র-ডাউনের পরিমাণ অনেক বেড়ে যায়। সংগত কারণে সেচযন্ত্র দ্বারা পানি উত্তোলনে অধিক শক্তি প্রয়োজন হয়, এতে সেচ খরচ বাড়ে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অগভীর নলকূপের পানি উত্তোলন ক্ষমতা উত্তোলন সীমার বাইরে চলে যায়। এজন্য গভীর ও অগভীর নলকূপের জোন অফ ইনফ্লুয়েন্স পরিবর্তিত হয় এবং তা সময়ে সময়ে পুনঃনির্ধারণ করা জরুরি হয়ে পরে। সেমিনারে উপস্থিত বিশেষজ্ঞগণ সেমিনারটিকে সময়োপযোগী বলে উল্লেখ করেন এবং অনেকেই তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদান করে সেমিনারটি সার্থক ও সুন্দর করে তোলেন। প্রধান অতিথি মহোদয় এমন একটি সেমিনারের আয়োজন করায় সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং প্রকল্পের ধারাবাহিকতা রক্ষার উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্টদের অনুরোধ জানান।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল আয়োজিত জাতীয় কর্মশালায় বিএডিসি'র কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণ

গত ২৪ ও ২৫ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল আয়োজিত Transferabl Technologies of the NARS Institutes For Sustainable Food and Nutrition Security শীর্ষক জাতীয় কর্মশালায় বিএডিসি'র বীজ ও উদ্যান উইং এর কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন। যুগ্ম পরিচালক (মাননিয়ন্ত্রন) ড. মোঃ রেজাউল করিম, উপপরিচালক (ডাল ও তৈলবীজ) ড. নাজমুল ইসলাম ও উপব্যবস্থাপক (কর্মসূচি) ড. মোঃ আকতার হোসেন খান অংশগ্রহণ করে তাঁদের মূল্যবান মতামত প্রদান করেন।

সময় মত
সেচ দিন
অধিক ফসল
ঘরে তুলুন

পাটবীজচাষিদের মুখে হাসি

চাঁপাইনবাবগঞ্জে পাটবীজ উৎপাদনে বাম্পার ফলন হওয়ায় চাষিদের মুখে হাসি ফুটেছে। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের (বিএডিসি) পাটবীজ বিভাগ জানিয়েছে, গত বছরের চেয়ে এবার কেজিপ্রতি পাঁচ টাকা করে বেশি দাম পাওয়া যাবে। বীজ সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রাও এবার বাড়ানো হয়েছে। চাঁপাইনবাবগঞ্জ বিএডিসি'র পাটবীজ বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, সদর উপজেলার চরাঞ্চলের চরবাগডাঙ্গা ইউনিয়ন পাটবীজ উৎপাদনের বড় এলাকা। এ ছাড়া সদর উপজেলার ইসলামপুর, সুন্দরপুর, শাহজাহানপুর, নারায়ণপুর ও আলাতলী এবং শিবগঞ্জ উপজেলার দুর্লভপুর, মনাকষা, উজিরপুর ও কানসাট এলাকাতেও পাটবীজের ভালো ফলন হয়।

বিএডিসি'র উপসহকারী পরিচালক রায়হান আলী বলেন, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় সাতটি কেন্দ্রের অধীনে পাটবীজ উৎপাদনের জন্য ৮০০ জন চুক্তিবদ্ধ চাষি রয়েছেন। পাটবীজ সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ২২০ মেট্রিক টন। গত বছর এই লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১৬৪ মেট্রিক টন। গত বছর কেজিপ্রতি পাটবীজের দাম ছিল ১১০ টাকা। এবার ধরা হয়েছে ১১৫ টাকা। আশা করা হচ্ছে, লক্ষ্যমাত্রার পুরো পাটবীজ চাষিদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হবে। পাটবীজচাষিরা এবার ভালোই লাভবান হবেন বলে আশা করা যাচ্ছে।

চাকপাড়া এলাকার চাষি মনিরুল ইসলাম ও আনারুল ইসলাম জানান, তাঁরা ১০ বছর ধরে পাটবীজের আবাদ করছেন। কিন্তু এবারের মতো ভালো ফলন আগে হয়নি। অন্যান্য বছরে পাটবীজের একটি ছড়ায় (বৃন্তে) দুই-তিনটির বেশি ফল দেখা যায়নি। কিন্তু এবার একটি ছড়ায় চার পাঁচটি ফলও ধরেছে। ফলগুলোও বেশ পরিপুষ্ট। কেজিতে পাঁচ টাকা করে বেশি দাম পাবেন বলে জেনে দারুণ খুশি তাঁরা। বিএডিসি (পাটবীজ), চাঁপাইনবাবগঞ্জের উপসহকারী পরিচালক মফিজুর রহমান বলেন, আমি চাঁপাইনবাবগঞ্জে আট বছর ধরে চাকরি করছি। কিন্তু এর আগে পাটবীজের এমন ফলন দেখিনি। এবার পাটবীজ আবাদের জন্য আবহাওয়াও অনুকূলে ছিল।

সংকলিত ঃ দৈনিক প্রথম আলো
০৩/০১/২০১৫

গভীর নলকূপ সেচ প্রকল্প

কৃষকদের মাঝে আশার সঞ্চার

নরসিংদী জেলার ৬টি উপজেলায় কৃষকদেরকে উন্নত সেচ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উৎপাদন খরচ কমিয়ে কৃষিতে লাভবান হওয়ার জন্য কৃষি উন্নয়নে বিরাট ভূমিকা রেখে মাঠ পর্যায়ে কাজ করে চলেছে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) নরসিংদী রিজিওন। ঢাকা জেলা সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পের গভীর নলকূপ স্কীম, এলএলপি স্কীম, মজা ও পুরাতন খাল পুনঃখনন, মাটির কমল বা বাঁধ নির্মাণ, হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ, পাকা ও ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ, পুরাতন ও অকেজো গভীর নলকূপ সচলকরণ এবং সৌরশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সেচ কার্যক্রম চালানোর মাধ্যমে উৎপাদন খরচ কমিয়ে কৃষকদের লাভবান করার লক্ষ্যে নিয়মিত পরামর্শ, সহায়তা, উদ্যত ও প্রকল্প বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ে কাজ করে চলেছেন বিএডিসি'র কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা।

এর মধ্যে ভূ-গর্ভস্থ গভীর নলকূপ সেচ প্রকল্পটি কৃষকদের মাঝে আশার আলো ছড়াচ্ছে। উচু ও পাহাড়ী উপজেলাগুলোতে বিদ্যুতের মাধ্যমে এলএলপি (শক্তিচালিত পাম্প) স্কীম ও গভীর নলকূপের ১০০০ মিটার ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা (বারিড পাইপ সেচনালা) নির্মাণে কম খরচে অতি সহজ ও অল্প সময়ে পানি পাওয়ার ফলে উপকৃত হচ্ছেন কৃষকরা। এতে পানির অপচয়ও কম হচ্ছে।

বিএডিসি নরসিংদীর নির্বাহী প্রকৌশলী ফেরদৌসুর রহমান জানান, এ বছর সেচ এলাকা উন্নয়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে চলতি সেচ মৌসুমে বারিড পাইপ সেচনালার সুবিধা সেচ কার্যক্রম সম্প্রসারণ কর্মসূচির অংশ হিসেবে ভর্তুকির মাধ্যমে বারিড পাইপ সেচনালা ও বিদ্যুৎচালিত পাম্প প্রদান করা হচ্ছে কৃষকদের।

তিনি আরো জানান, এ বছর নরসিংদীর ৬টি উপজেলায় ৩৩টি গভীর নলকূপ স্থাপনের মাধ্যমে ৪৬৪৮ জন কৃষকের ৬৯৮ হেক্টর জমি এবং ২৪টি এলএলপি পাম্প স্থাপনের মাধ্যমে ৪২২৫ জন কৃষকের ৫১৫ হেক্টর জমি এ কার্যক্রমের সুবিধা ভোগ করছে। পানির অপচয় অনেকটা কম হওয়ায় বিগত বছরের তুলনায় এবার অতিরিক্ত ৬০০ হেক্টর জমি সার্ভে সেচনালা সুবিধা ভোগ করতে পারছেন। এত করে চলতি মৌসুমে প্রায় ৩০ হাজার মেট্রিক টন ধান বেশি উৎপাদন হবে।

৬টি উপজেলার সুবিধাভোগী স্কীমভুক্ত কৃষকরা জানান, ডিজেলচালিত শ্যালো ইঞ্জিনের খরচের তুলনায় এলএলপি স্কীম ও ভূ-গর্ভস্থ গভীর নলকূপ বিদ্যুৎচালিত হওয়ায় কৃষকদের সেচ খরচ অনেকাংশে কম। বারিড পাইপ সেচনালা ও শক্তিচালিত পাম্প ব্যবহারে উচু পাহাড়ী এলাকার জমিসহ সর্বত্র পানির অপচয় হওয়াতে উৎপাদন খরচ কম হয়। ফলে কৃষকরা উপকৃত হওয়ার পাশাপাশি জাতীয় উৎপাদনে বিরাট অবদান রাখবে বলে আশাবাদী আমরা।

সংকলিতঃ দৈনিক দিনকাল
২২-০২-২০১৫ইং

বিএডিসি'র উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত

গত ৬ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে বিএডিসি'র সম্মেলন কক্ষে সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের অবসর গ্রহণ উপলক্ষে এক বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিব ড. এস এম নাজমুল ইসলাম।

সভাপতিত্ব করেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম সিকদার এনডিসি। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব স্বপন কুমার সাহা। সংস্থার সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব মোঃ আতাহার আলী। এসময় উপস্থিত ছিলেন সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মোঃ রমজান আলী, সদস্য পরিচালক (অর্থ) জনাব মোহাম্মদ মাহফুজুল হক ও সংস্থার সচিব জনাব মোঃ দেলওয়ার হোসেন। এ ছাড়া বক্তব্য রাখেন, মহাব্যবস্থাপক (বীজ) জনাব মোঃ আজিজুল ইসলাম, প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব মোঃ খলিলুর রহমান, প্রধান পরিকল্পনা (চলতি দায়িত্ব) ড. মোল্লা আজফারুল হক ও মহাব্যবস্থাপক (এএসসি) জনাব মোঃ আতাউর রহমান প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে সংস্থার বিভাগীয় প্রধানগণসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। প্রধান অতিথি কৃষি সচিব ড. এসএম নাজমুল ইসলাম বলেন, বিএডিসিতে চাকরী করা একটি গৌরবের বিষয়।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন ছিল কৃষি সমৃদ্ধ দেশ গঠন করা। তাইতো তিনি সবুজ বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু বিএডিসিকে একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে রূপ দিয়েছিলেন। বিএডিসি'র অবদানে আমরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছি। এ কারণে বিএডিসি কৃষি ক্ষেত্রে সর্বচ্চ পুরস্কার বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪১৭ স্বর্ণ পদক লাভ করেছে। বিএডিসি নতুন নতুন খামার স্থাপন করছে, কোল্ড স্টোরেজ নির্মাণ করছে। বিএডিসি কৃষকদের কাছে একটি ব্রান্ডে পরিণত হয়েছে। বিএডিসি'র বীজ ও সার কৃষকদের আস্থা অর্জন করেছে। বিএডিসিতে সেচের অনেক নতুন প্রযুক্তি আসছে, কম সময় ও কম টাকায় বিএডিসি রাবার ড্যাম নির্মাণ করছে।

বিদায়ী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সাবেক কৃষি সচিব ড. এস এম নাজমুল ইসলাম, বিএডিসি'র চেয়ারম্যান , কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিববৃন্দ ও বিএডিসি'র উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের দেখা যাচ্ছে

সংবর্ধনা প্রাপ্ত বিদায়ী কর্মকর্তারা হলেন- প্রধান (পরিকল্পনা) ড. মোল্লা আজফারুল হক, মহাব্যবস্থাপক (সারব্যবস্থাপনা) জনাব আবু হোসেন মোল্লা, মহাব্যবস্থাপক (পাট বীজ) জনাব মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান, মহাব্যবস্থাপক (এএসসি) জনাব মোঃ আতাউর রহমান, অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক (বীবি) জনাব মোঃ লুৎফুল করিম, অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক (বীবি) জনাব মোঃ হেলাল উদ্দিন চৌধুরী, অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক (বীপ্রস) জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ আল কাফী, অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক (বীপ্রস) জনাব মোঃ আবু তালেব, প্রধান প্রকৌশলী (নির্মাণ) জনাব সালাহউদ্দিন আহমেদ, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ পশ্চিমাঞ্চল) জনাব মোঃ আবদুল মান্নান ও অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ পূর্বাঞ্চল) জনাব রফিকুল ইসলাম।

বিএডিসি'র মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন খাল পুনঃখনন কাজের উদ্বোধন

গত ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া উপজেলায় বিএডিসি'র মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন চক্কাকোদালা খাল পুনঃখনন কাজের উদ্বোধন করেন চট্টগ্রাম ১৪ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব নজরুল ইসলাম চৌধুরী।

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর পূর্বাঞ্চলীয় সমন্বিত সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে এ খাল পুনঃখনন কাজ বাস্তবায়ন হচ্ছে। এ উপলক্ষে সাতকানিয়ার বাজালিয়া কর্নেল অলি আহমদ বীর বিক্রম কলেজের সামনে বিএডিসি এক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

বিএডিসি'র চট্টগ্রাম রিজিওনের নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব নুরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে জনাব নজরুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, বর্তমান সরকার কৃষকদের উন্নয়নে কাজ করছে। কৃষি উপকরণ সরকার সুলভমূল্যে কৃষকদের দোরগোড়ায় পৌছে দিচ্ছে। কৃষকরা যাতে কম খরচে বোরো চাষ করতে পারে সেজন্য সরকার ডিজেলে ভর্তুকি দিচ্ছে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বাজালিয়ার চেয়ারম্যান মাষ্টার নুরুল আমিন সিকদার, পুরানগরের চেয়ারম্যান জনাব রাশেদ হোসেন সিকদার দুলু, আওয়ামীলীগ নেতা জনাব গিয়াস উদ্দিন হিরু, বিএডিসি'র প্রকৌশলী জনাব সৈয়দ রফিক আহমদসহ স্থানীয় গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

সংকলিত : দৈনিক আজাদী, চট্টগ্রাম
তাং- ০৯/০২/১৫ই

পানাসি প্রকল্পের আওতায় খাল পুনঃখনন কাজের উদ্বোধন

গত ১৫ জানুয়ারি/২০১৫ ইং তারিখে বিএডিসি, পানাসি (পাবনা-নাটোর-সিরাজগঞ্জ) ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় পাবনা জেলার পাবনা সদর উপজেলার সমেশপুর-তারাপাশা খালের (কামারগাঁও ব্রিজ থেকে ঝপঝপিয়া ব্রিজ পর্যন্ত খাল পুন:খনন কাজের উদ্বোধন করেন পাবনা-০৫ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব গোলাম ফারুক প্রিন্স।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিএডিসি, পানাসি প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ জিয়াউল হক, পাবনা (ক্ষুদ্রসেচ) রিজিয়নের নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব মোঃ সাজ্জাদ হোসেন ও পাবনা সদর উপজেলার কর্মকর্তাবৃন্দ, পাবনা সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব মোঃ সোহেল হাসান শাহীন, মালঞ্চি ইউনিয়নের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গসহ এলাকার সুবিধাভোগী কৃষকবৃন্দ।

নির্বাহী প্রকৌশলী তার শুভেচ্ছা বক্তব্যে বিএডিসি, পানাসি প্রকল্পের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের উপর বিস্তারিত আলোচনায় জানান যে, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বর্ণিত খালের ৪.১২৫ কি:মি: পুনঃখনন করা হবে। খালটি ০৪ টি লটে বিভক্ত করে চারটি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান দ্বারা পুনঃখনন কাজ সম্পাদিত হবে। কাজ সম্পন্ন হলে খালের ভূ-পরিস্থ পানি ব্যবহার করে প্রায় ১০০ হেক্টর জমিতে সম্পূরক সেচ প্রদান করা সম্ভব হবে ও ৮০ হেক্টর জমির জলাবদ্ধতা দূর করা যাবে। ফলে প্রায় অতিরিক্ত ২৫০ মেঃ টন খাদ্য শস্য উৎপাদন করা সম্ভব হবে।

প্রকল্প পরিচালক তার বক্তব্যে খাল পুনঃখনন কাজে এলাকার সাধারণ জনগণের পূর্ণ সহযোগিতা চান। খালটি পুনঃখনন করা হলে খালের পাড়ে মাটি ফেলে সাধারণ মানুষের চলাচলের জন্য রাস্তা হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। খালটি পুনঃখনন করার ফলে জলাধার সৃষ্টি করে ভূ-গর্ভস্থ পানির পূর্ণভরণ সম্ভব হবে। ফলে শুকনো মৌসুমে খাল-পাড়ের সুবিধাভোগী কৃষকগণ মাছ চাষ ও হাঁস পালনের মাধ্যমে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে পারবেন।

মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব মোঃ গোলাম ফারুক প্রিন্স তার বক্তব্যে বিএডিসি, পানাসি প্রকল্পের গৃহীত এধরণের উদ্যোগের প্রশংসা করেন এবং খালের আশেপাশের জমির পানি বর্ষা শেষে জমি হতে খালে নিষ্কাশনের জন্য সম্ভব্য জায়গায় রিং বা পাইপ কার্লভার্ট স্থাপনের জন্য প্রকল্প পরিচালককে অনুরোধ জানান এবং ভবিষ্যতে এ ধরণের কাজ চলমান রাখার জন্য সুপারিশ করেন।

বিএডিসি উচ্চ বিদ্যালয়ে বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত

গত ৭ ফেব্রেয়ারি ২০১৫ তারিখে বিএডিসি উচ্চ বিদ্যালয়ের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী, কৃতি শিক্ষার্থী সংবর্ধনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ২০১৫ বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম সিকদার এনডিসি।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন বিএডিসি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব মোঃ মোতালেব খলিফা। সভাপতিত্ব করেন সংস্থার সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) ও বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি জনাব মোঃ আতাহার আলী। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মোঃ রমজান আলী, সংস্থার সচিব জনাব মোঃ দেলওয়ার হোসেন ও প্রধান প্রকৌশলী (নির্মাণ) মোঃ সামসুদ্দিন। অনুষ্ঠানে বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সদস্যবৃন্দ অভিভাবকবৃন্দ ও ছাত্র/ছাত্রীরা উপস্থিত ছিল।

প্রধান অতিথির বক্তব্যবে সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম সিকদার এনডিসি বলেন, স্কুলের ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা বাড়ছে এবং ফলাফল ভাল হচ্ছে। আমি আশা করি ধারা অব্যাহত থাকবে। ছাত্র/ছাত্রীদের উদ্দেশ্য করে চেয়ারম্যান বলেন, পড়াশোনার বিকল্প নেই। ঠিকমত পড়াশোনা করতে হবে। মানুষের মত মানুষ হতে হবে। লেখা পড়ার পাশাপাশি ক্রিড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড চালিয়ে যেতে হবে। একজন মানুষ তখনই একজন পরিপূর্ণ মানুষ হয়, যখন সে তার পরিবেশ, সমাজ, সাংস্কৃতি ও নিজ দেশ সম্পর্কে জানে ও নিজ সংস্কৃতিকে লালন ও ধারণ করে। আগামীতে এ স্কুল আরো ভাল ফলাফল করবে। তিনি ছাত্র/ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ সাফল্য কামনা করেন।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে অতিথিবৃন্দ বার্ষিক ক্রিড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। এ ছাড়া যে সকল শিক্ষার্থী প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা (পিএসসি) জুনিয়র সার্টিফিকেট পরীক্ষা (জেএসসি) ও এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে তাদেরকে ক্রেস্ট দিয়ে সংবর্ধনা দেয়া হয়। পরিশেষে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠনের আয়োজন করা হয়। অতিথিবৃন্দ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন।

মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের উদ্যোগে বীজ পরীক্ষণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

বীজ ফসল পরিদর্শিত হবার পর কর্তন করে মাড়াই করে বীজ পরিস্কার করা হয়। এভাবে পরিস্কার করা বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রের গুদামে সুন্দর করে লট করে সংরক্ষণ করা হয়। সংরক্ষণের সবচেয়ে বড় প্রশ্ন আমরা কি সংরক্ষণ করি। এ বিষয়টি জানতে পারলে বীজ সংরক্ষণ সহজ হয়। আমরা বীজ সংরক্ষণ করি অর্থাৎ আমরা বীজের মান সংরক্ষণ করি। বীজ মান বলতে আমরা বুঝি জাত বিশুদ্ধতা, বীজ বিশুদ্ধতা, গজানোর ক্ষমতা এবং আর্দ্রতা।

জাতীয় বীজ বোর্ড থেকে এ সমস্ত গুণের মাত্রা বেঁধে দেয়া আছে। যেমন- জাত বিশুদ্ধতা সর্বনিম্ন ৯৯.৫%,বীজ বিশুদ্ধতা সর্বনিম্ন ৯৬%, গজানোর ক্ষমতা সর্বনিম্ন ৮০% এবং আর্দ্রতা সর্বোচ্চ মান ভেদে ১০-১২%। বীজকে এমনভাবে রাখতে হবে যেন বীজে এ সমস্ত মান বজায় থাকে। এখন কথা হচ্ছে বীজ তো কথা বলতে পারে না। আমরা কিভাবে জানবো বীজের মানমাত্রা কি? এ জন্য বীজ পরীক্ষণের দরকার পড়ে। বীজ পরীক্ষণ পদ্ধতি যদি জানা না থাকে তাহলে বীজের মানের মাত্রা জানা সম্ভব নয়। এ কাজটি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে করতে হয়। দক্ষতা বাড়ানোর জন্য যারা বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র ও বীজ উৎপাদন কেন্দ্রে কাজ করেন তাদেরকে অর্থাৎ উপপরিচালক ও সহকারী পরিচালকদেরকে দু'দিনের এ প্রশিক্ষণে গাবতলী বীজ পরীক্ষাগারে ডাকা হয়েছিল। দু'দিন ধরে তারা তাত্ত্বিক এবং হাতে-কলমে বীজ পরীক্ষণের বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

গত ৭-৮ জানুয়ারি, ২০১৫ ইং তারিখে মিরপুর, গাবতলী বিএডিসি ট্রেনিং সেন্টারে ৩০ জন উপপরিচালক ও সহকারী পরিচালকদেরকে বীজ পরীক্ষণের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এবং তারা বিভিন্ন বীজের পরীক্ষণের ওপর তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মোঃ রমজান আলী। তিনি এ ধরণের প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি ব্যাখ্যা করেন এবং বলেন এই প্রশিক্ষণটি দেশের কৃষির উন্নয়নে নতুন মাত্রা যোগ করবে।

সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম সিকদার এনডিসি

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণে মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব মুহাঃ আজহারুল ইসলাম জানান, আইডিবি'র ঋণের টাকায় প্রকল্পের কার্যক্রম চলছে। তিনি প্রশিক্ষণ লব্ধ জ্ঞান বাস্তবায়নের মাধ্যমে ঋণের সর্বোত্তম ব্যবহারের আবেদন জানান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সভাপতি মহাব্যবস্থাপক (বীজ) জনাব মোঃ আজিজুল হক বলেন, দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক (বীপ্রস) জনাব মোঃ হারুন অর রশিদ পাটোয়ারী, যুগ্মপরিচালক (বীজ পরীক্ষাগার) ড. একেএম আব্দুল আজিজ, বীজ উৎপাদন বিভাগের যুগ্মপরিচালক জনাব আশুতোষ লাহিড়ী ও মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের সীড সাপ্লাই এ্যান্ড মনিটরিং এক্সপার্ট ড. মোঃ নজমুল হুদা ও সংস্থার অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

সমাপনী অনুষ্ঠানে বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব মোঃ আতাহার আলী তাঁর বক্তব্যে দেশের কৃষি খাতকে উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন। ভাল বীজ উৎপাদনের জন্য গুণগত মানসম্পন্ন সেচ ব্যবস্থাপনা দরকার। এ ক্ষেত্রে বীজ উৎপাদনের জন্য পরিমিত পানি ব্যবহারের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন।

সংস্থার সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মোঃ রমজান আলী প্রশিক্ষণে আহরিত জ্ঞান, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও মেধাকে কৃষি উন্নয়ন তথা বীজের মানোন্নয়নে কাজে লাগানোর পরামর্শ দেন। তাদের এ দু'দিনের প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ প্রশিক্ষক ও এক্সপার্টদের সহায়তায় খুবই উপযোগী হয়েছে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

সমাপনী অনুষ্ঠানে বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম সিকদার এনডিসি প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করেন এবং তিনি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আরও দক্ষতা অর্জন করে অর্জিত দক্ষতা এবং জ্ঞান কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশের কৃষিখাতকে আরও শক্তিশালী করার ওপর বিশেষভাবে তাগিদ দেন। শত প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করে কৃষিবিদ কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ জানান। সরকারের মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহের অঙ্গীকারের প্রতি দৃষ্টিপাত রেখে সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে সদা প্রস্তুত থাকতে সকল কর্মকর্তাকে পরামর্শ দেন।

বিএডিসি'র উৎপাদিত দেশি ও তোষা পাটবীজ বিতরণ শুরু

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) উৎপাদিত উন্নতমানসম্পন্ন দেশি ও তোষা পাট বীজ বিতরণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। দেশি পাট বীজের মূল্য প্রতি প্যাকেট (১০০ গ্রাম) ১৪৭/- টাকা, তোষা পাট বীজের সকল জাতের মূল্য প্রতি প্যাকেট (৭৭৫ গ্রাম) ১১০/- টাকা ও তোষা পাট বীজের সকল জাতের ক্যারিওভার বীজের মূল্য প্রতি প্যাকেট (৭৭৫ গ্রাম) ৮০/- টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

ব্রি আয়োজিত প্রশিক্ষণে বিএডিসি কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণ

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট, গাজীপুর কর্তৃক আয়োজিত "মানসম্পন্ন ধানবীজ উৎপাদন প্রযুক্তি" বিষয়ক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য বিএডিসি থেকে ৫০ জন কৃষিবিদ কর্মকর্তাকে মনোনয়ন দেয়া হয়েছে। ৩ দিন ব্যাপি এ প্রশিক্ষণে ১০ টি ব্যাচে মনোনীত কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করা শুরু করেছেন। ১ম ব্যাচ ১০-১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ইং থেকে শুরু হয়ে ১০ম ব্যাচ ৩১ মার্চ-২ এপ্রিল ২০১৫ইং পর্যন্ত চলবে।

কৃষক ভাইয়েরা দেশের ৪২টি জেলা ও ৩৬টি উপজেলা বীজ বিক্রয় কেন্দ্র এবং বিএডিসি'র অনুমোদিত বীজ ডিলার, ২২টি আঞ্চলিক বীজ গুদাম ও ২২টি জেলা ট্রানজিট বীজ বিক্রয় কেন্দ্র থেকে দেশি ও তোষা পাট বীজ ক্রয় করতে পারবেন। বিস্তারিত তথ্যের জন্য নিকটবর্তী উপপরিচালক (বীজ বিতরণ) বিএডিসি অথবা সিনিয়র সহকারী পরিচালক (বীজ বিতরণ) বিএডিসি এর সাথে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হলো।

প্রকল্প দপ্তর স্থাপন

বিএডিসি'র মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন সিলেট বিভাগ ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প দপ্তর ইতোমধ্যেই সিলেট, শেখঘাটস্থ বিএডিসি ক্যাম্পাসে স্থাপন করা হয়েছে।

প্রকল্প দপ্তরের ডাক যোগাযোগের ঠিকানা: প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয় সিলেট বিভাগ ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প বিএডিসি কমপ্লেক্স, শেখঘাট, সিলেট-৩১০০।
ফোন নং: ০৮২১-৭২৮৬৮৫

মোঃ সামসুদ্দিন
সভাপতি

মোঃ আখতারুজ্জামান "সুইট"
সাধারণ সম্পাদক

বিএডিসি প্রকৌশলী সমিতির নির্বাচন ২০১৪ অনুষ্ঠিত

বিএডিসি প্রকৌশলী সমিতির নির্বাচন ২০১৪-১৫ গত ১৪ নভেম্বর ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে ২৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি কার্যকারী কমিটি গঠন করা হয়। এতে সভাপতি নির্বাচিত হন প্রধান প্রকৌশলী (নির্মাণ) জনাব মোঃ সামসুদ্দিন এবং সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন সহকারী প্রকৌশলী (মিশু) জনাব মোঃ আখতারুজ্জামান "সুইট"।

মাসকলাই বীজের সংগ্রহ মূল্য

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) কর্তৃক ৭ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তক্রমে ২০১৪-১৫ উৎপাদন বছরে খরিফ ২ মৌসুমে উৎপাদিত মাসকলাই বীজের সংগ্রহ মূল্য নিম্নোক্তভাবে নির্ধারণ করা হয়েছেঃ

বীজের নাম	সংগ্রহ মূল্য (টাকা/কেজি)	
	ভিত্তি	মানঘোষিত
মাসকলাই	৭৩.০০ (তিয়াত্তর টাকা)	৭১.০০ (একাত্তর টাকা)

মূল্য নির্ধারণ কমিটি গঠন সংক্রান্ত অফিস আদেশ

বিএডিসি কর্তৃক উৎপাদিত ও সংগৃহিত বীজ ও তৎসম্পর্কিত অন্যান্য পণ্যের ক্রয় ও বিক্রয় মূল্য নির্ধারণের জন্য নিম্নরূপ 'মূল্য নির্ধারণ কমিটি' গঠন করা হয়েছে:

কমিটি:

১.চেয়ারম্যান, বিএডিসি, ঢাকা ---------- সভাপতি
২. সদস্য পরিচালক (অর্থ/সার ব্যবস্থাপনা/ ক্ষুদ্রসেচ/ বীজও উদ্যান), বিএডিসি, ঢাকা -----সদস্য
৩. মহাব্যবস্থাপক (বীজ/সংশ্লিষ্ট বিভাগের মহাব্যবস্থাপক ---------- সদস্য সচিব।

০২। উপর্যুক্ত বিষয়ে বিএডিসি'র সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা বিভাগ কর্তৃক ইতোপূর্বে জারীকৃত সকল অফিস আদেশ বাতিল বলে গণ্য হবে।

সংস্থার সচিব জনাব মো: দেলওয়ার হোসেন স্বাক্ষরিত এক অফিস আদেশে একথা বলা হয়েছে।

ভাল বীজে
ভাল ফসল

ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০১৫ মেলায় বিএডিসি'র অংশগ্রহণ

গত ৯-১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ বঙ্গবন্ধু আর্ন্তজাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হলো ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০১৫। কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন নয়টি প্রতিষ্ঠান একটি বৃহৎ আকার স্টলে স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের ডিজিটাল কার্যক্রম প্রদর্শন করে। প্রতিষ্ঠানগুলো হলো: কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই), কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি), বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি), বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (এসআরডিআই), কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম) ও বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ)। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০১৫ মেলার শুভ উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়সহ অন্যান্য মন্ত্রিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। চারদিন ব্যাপী আয়োজিত এ মেলার শতাধিক স্টল স্থাপন করা হয়। দেশি-বিদেশি বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান তাদের ডিজিটাল সেবা নিয়ে এ মেলায় অংশগ্রহণ করে। ল্যাপটপ, টিভি স্ক্রিন বা মালটিমিডিয়ার বড় পর্দায় ডিজিটাল সেবার ঝলকানিতে মুগ্ধ করে মেলার লক্ষ লক্ষ দর্শককে।

ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০১৫ তে বিএডিসি'র অংশগ্রহণ

বিএডিসি কর্তৃক প্রদর্শনীতে Groundwater Zoning Map ২০১৩ প্রদর্শন করা হয়। গ্রাউন্ড ওয়াটার জোনিং ম্যাপ একটি 3-D DEM Map (3-Dimenssional Digital Elevation Model Map)। এটি জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস সফ্টওয়্যার ব্যবহার করে তৈরি করা হয়েছে। এতে দেশের প্রায় ৩০০০ নলকূপের গ্রাউন্ডওয়াটার লেভেলের তথ্য সন্নিবেশিত করে তৈরি করা হয়। ম্যাপে প্রদর্শিত প্রতিটিতে বিন্দু এক একটি নলকূপের অবস্থান বুঝায়, যা জিপিএস এর মাধ্যমে প্রকৃত ল্যাটিচিউড ও লঙ্গিচিউট (ল্যাট-লং) সংগ্রহ করে স্থাপন করা হয়েছে। প্রতিটি বিন্দুতে ক্লিক করার সাথে সাথে একটি ডায়ালগ বক্সে ঐ বিন্দুর অবস্থান অর্থ্যাৎ জেলা, উপজেলা, গ্রাম, মৌজা, জেএল-প্লট নং, ল্যাট-লং, আরএল (রিডিউস লেভেল), গ্রাইন্ডওয়াটার লেভেল, আরএল থেকে পার্থক্য মুহূর্তের মধ্যে জানা সম্ভব। এছাড়া এ ম্যাপ থেকে বিগত তিন বছরের ঐ স্থানের গ্রাইন্ডওয়াটার লেভেল কত ছিল তাও সাথে সাথে দেখা যাবে।

ম্যাপটি ব্যবহার করে নিম্নবর্ণিত সুবিধা পাওয়া সম্ভব:

ক) দেশের কোন অঞ্চলে কত সংখ্যক নলকূপ দ্বারা ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন করা সম্ভব;

খ) দেশের কোন এলাকা অগভীর নলকূপ ব্যবহারের জন্য অধিক উপযোগী; ও

গ) দেশের কোন এলাকায় ভূগর্ভস্থ পানি দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে ইত্যাদি।

গবেষক, নীতিনির্ধারক, উচ্চশিক্ষারত শিক্ষার্থীদের জন্যও এ ম্যাপ খুবই উপযোগী। মেলায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক দর্শক এ ডিজিটাল ম্যাপ এর ভূয়ষী প্রশংসা করেছেন।

বিএআরসি কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণ কর্মশালায় বিএডিসি'র অংশগ্রহণ

বিএআরসি'র Agricultural Research Managment Information System (ARMIS) প্রজেক্ট এর আওতায় Use of ARMIS Software and its operation শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় বিএডিসি থেকে উপব্যবস্থাপক (বীপ্রস) ড. মোঃ শাফায়েত হেসেন এবং সহকারী ব্যবস্থাপক মাহমুদ তারেক আনোয়ার অংশগ্রহণ করেন। ২৬ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে দিনব্যাপী এ কর্মশালা 'বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইন্সটিটিউট' এর কমিটি রুমে অনুষ্ঠিত হয়। কৃষি সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান বিশেষকরে কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ (নার্স ইন্সটিটিউট) ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এ পর্যন্ত উদ্ভাবিত প্রযুক্তি ও গবেষণা সংক্রান্ত তথ্যাবলীর সেন্ট্রাল ডিপজিটরী হিসাবে অন-লাইনে তথ্যাবলী প্রদানের উপর এ প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। নার্সভূক্ত ১০ টি কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান ছাড়াও বিএডিসি, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ইরি, সিমিট, ঢাকা ও জাহাঙ্গিরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন।

প্রকল্প পরিচালকের পদ পরিবর্তন

বীজের আপদকালীন মজুদ ও তার ব্যবস্থাপনা শীর্ষক কার্যক্রমের প্রকল্প পরিচালক পদটি চলতি ২০১৪-১৫ সাল হতে কর্মসূচি পরিচালক হিসেবে মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

এমতাবস্থায় প্রকল্প পরিচালক (বীআমক) এর স্থলে কর্মসূচি পরিচালক (বীআমক) হিসেবে লেখার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

চিত্রে বিএডিসি উচ্চ বিদ্যালয়ে বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) ও বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি জনাব মোঃ আতাহার আলী

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম সিকদার এনডিসি

অনুষ্ঠানে নাটিকা প্রদর্শন করছে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা

শিক্ষার্থীদের হাতে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন সংস্থার চেয়ারম্যান

অনুষ্ঠানে দলীয় নৃত্য পরিবেশন করছে বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা

অনুষ্ঠানে একক নৃত্য পরিবেশন করছে এক ছাত্রী

মেধাবী মুখ

সায়মা চৌধুরী

তাসনিয়া তানজিম

* সায়মা চৌধুরী ২০১৪ সালের প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডের অধীনে সামসুল হকখান স্কুল এন্ড কলেজ থেকে জিপিএ ৫ (এ প্লাস) পেয়ে উত্তীর্ন হয়েছে। সায়মা বিএডিসি'র হিসাব বিভাগে কর্মরত হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা বেগম কামরুন নাহার এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ সাইফুল আলম চৌধুরীর একমাত্র কন্যা। সে সকলের দোয়া প্রার্থী।

* তাসনিয়া তানজিম ২০১৪ সালের প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় রাজশাহী বোর্ডের অধীনে নাটোর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে জিপিএ ৫ (এ প্লাস) পেয়ে উত্তীর্ন হয়েছে। তাসনিয়া তানজিম সহকারী প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ), বিএডিসি, নাটোর জোন দপ্তরে কর্মরত অফিস সহকারী/মুদ্রাক্ষরিক জনাব মোঃ মনিরুল ইসলাম এর কন্যা। সে সকলের দোয়া প্রার্থী।

অবসর উত্তর ছুটি গ্রহণ

* অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক, বিএডিসি, ঢাকা জনাব মোঃ নেছার উদ্দিন আহমেদকে ১০ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে চাকুরী হতে অবসর প্রদান এবং ১১ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখ হতে ১২ মাস পূর্ণ বেতনে অবসর উত্তর ছুটি (পি আর এল) মঞ্জুর করা হয়েছে।

* যুগ্মপরিচালক (উদ্যান), বিএডিসি, কাশিমপুর, গাজীপুর জনাব এ, কে, এম মশিহুর রহমানকে ১৪ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে চাকুরী হতে অবসর প্রদান এবং ১৫ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখ হতে ১২ মাস পূর্ণ বেতনে অবসর উত্তর ছুটি (পি আর এল) মঞ্জুর করা হয়েছে।

* সহকারী সচিব (চলতি দায়িত্ব), সমন্বয় বিভাগ, বিএডিসি, ঢাকা জনাব মোঃ মোজাহার হোসেন চৌধুরীকে ১৯ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে চাকুরী হতে অবসর প্রদান এবং ২০ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখ হতে ১২ মাস পূর্ণ বেতনে অবসর উত্তর ছুটি (পি আর এল) মঞ্জুর করা হয়েছে।

* ডাল ও তৈল বীজ খামার, বিএডিসি, ফরিদপুর দপ্তরের সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা জনাব খন্দকার শাহনেওয়াজকে ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে চাকুরী হতে অবসর প্রদান এবং ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখ হতে ১২ মাস পূর্ণ বেতনে অবসর উত্তর ছুটি (পি আর এল) মঞ্জুর করা হয়েছে।

* উপপরিচালক (এএসসি), বিএডিসি, পটুয়াখালী দপ্তরের গুদাম রক্ষক জনাব মোঃ শাহজাহান ২৬ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে চাকুরী হতে অবসর প্রদান এবং ২৭ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখ হতে ১২ মাস পূর্ণবেতনে অবসর উত্তর ছুটি (পি আর এল) মঞ্জুর করা হয়েছে।

শোক সংবাদ

* বিএডিসি সদর ইউনিট (সওকা), বরিশাল দপ্তরে কর্মরত উপসহকারী প্রকৌশলী (সওকা) বাবু রত্নেশ্বর বড়াল গত ১৭/০১/২০১৫ তারিখে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

* উপপরিচালক (টিসি) এর কার্যালয়, বিএডিসি হিমাগার শেরপুর দপ্তরে কর্মরত সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা জনাব আঃ লতিফ গত ১৬/০১/২০১৫ইং তারিখে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহি.....রাজিউন)।

* যুগ্মপরিচালক (সার), বিএডিসি, সিরাজগঞ্জ দপ্তরে কর্মরত সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা জনাব সাখাওয়াত হোসেন গত ০৭/০১/২০১৫ তারিখে ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহি.....রাজিউন)।

* যুগ্মপরিচালক (সার), বিএডিসি সিরাজগঞ্জ দপ্তরে আযুক্ত সহকারী মেকানিক (সহকারী ভারপ্রাপ্ত ভান্ডার কর্মকর্তা) জনাব কে এম হাবিবুর রহমান গত ০৪/০২/২০১৫ তারিখে ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহি.....রাজিউন)।

* সহকারী প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) এর কার্যালয়, বিএডিসি কুষ্টিয়া জোনের আওতাধীন কুমারখালী (ক্ষুদ্রসেচ) ইউনিটের (পি আর এল ভোগরত) দারোয়ান জনাব মো: হাবিবুর রহমান গত ০৮/০১/২০১৫ তারিখে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহি.....রাজিউন)।

* উপপরিচালক (বীজবিপণন) এর কার্যালয়, বিএডিসি নোয়াখালীতে কর্মরত গার্ড/দারোয়ান জনাব মোঃ সামছুদ্দিন আহাম্মদ গত ০২/০১/২০১৫ তারিখে ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহি.....রাজিউন)।

* উপপরিচালক (বীপ্র) এর কার্যালয়, বিএডিসি, মেহেরপুর দপ্তরের ট্রাক চালক জনাব আঃ জাব্বার শেখ গত ০৮/০১/২০১৫ তারিখে ইন্তেকাল করেন, (ইন্নালিল্লাহি.....রাজিউন)।

চৈত্র-বৈশাখ মাসের কৃষি

চৈত্র মাসের কৃষিতে করণীয়ঃ

ধান ঃ সময়মত যারা বোরো ধানের চারা রোপণ করছেন তারা ইতোমধ্যেই ইউরিয়া সারের উপরিপ্রয়োগ শেষ করেছেন আশা করি। আর যারা শীতের কারণে দেরিতে চারা রোপণ করেছেন তাদের জমিতে চারা রোপণের বয়স ৫০-৫৫ দিন হলে ইউরিয়া সারের শেষমাত্রা উপরিপ্রয়োগ করে ফেলুন। ধানের জমিতে পাতা মোড়ানো, মাজরা পোকাসহ অন্যান্য পোকা এবং রোগের আক্রমন দেখা দিতে পারে। এব্যাপারে সচেতন থাকুন, স্থানীয় বিশেষজ্ঞ বা অভিজ্ঞ চাষীর পরামর্শ নিন। নীচু এলাকার জন্য বোনা আউশ বা বোনা আমন বীজ এখনই বপণ করতে হবে।

গম ঃ পাকা গম কাটা না হয়ে থাকলে তাড়াতাড়ি কেটে মাড়াই, ঝাড়াই করে ভালভাবে শুকিয়ে নিন। লাগসই পদ্ধতি অবলম্বন করে বীজ সংরক্ষণ করুন।

ভূট্টা ঃ পাকা ভূট্টা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এ মাসেও চলতে পারে। ভূট্টা গাছ মাঠ থেকে তুলে ভালভাবে শুকিয়ে উন্মুক্ত স্থানে সংরক্ষণ করুন। বন্যামুক্ত এলাকায় গ্রীষ্মকালীন ভূট্টার চাষ এখনই শুরু করতে পারেন। এক্ষেত্রে হেক্টর প্রতি ২৫-৩০ কেজি বীজের প্রয়োজন হবে। হেক্টর প্রতি সারের প্রয়োজন হবে ইউরিয়া ৯০ কেজি, টিএসপি ৫৫ কেজি, এমওপি ৩০ কেজি, জিপসাম ৪০ কেজি, জিংক সালফেট ৪ কেজি। রবি ভূট্টার মতই গ্রীষ্মকালীন ভুট্টা আবাদ করতে হবে।

পাট ঃ যারা পাট চাষ করবেন তাদের জমি এখনই প্রস্তুত না হয়ে থাকলে মৌসুমের প্রথম বৃষ্টিপাতের পরপরই আড়াআড়ি ৫-৬ টি চাষ ও মই দিয়ে জমি প্রস্তুত করে নিন। জমিতে ৩-৪ টন গোবর প্রয়োগ করতে পারলে রাসায়নিক সারের পরিমাণ কম লাগে। যদি গোবর বা অন্যান্য আবর্জনা এসবের যোগান নিশ্চিত করা না যায় তাহলে হেক্টর প্রতি ১০০ কেজি ইউরিয়া, ৫০ কেজি টিএসপি, ৯০ কেজি এমওপি, ৪৫ কেজি জিপসাম ও ১০ কেজি জিংক সালফেট দিতে হবে। বীজ বপণ কারার আগে বীজ শোধন করা জরুরী। এক কেজি বীজে ৩.০ গ্রাম ভিটাভেক্স বা প্রোভেক্স বীজের সাথে মিশিয়ে শোধন করতে হবে। ছত্রাকনাশকের অভাবে বাটা রসুন (১৫০ গ্রাম) এক কেজি বীজের সাথে মিশিয়ে শুকিয়ে বপণ করতে হবে। ছিটিয়ে বুনলে হেক্টর প্রতি ৮-১০ কেজি এবং সারিতে বুনলে ৫-৭ কেজি বীজের প্রয়োজন হয়। চাষী ভাই একই জমিতে পাটের পর আমন চাষ করতে চাইলে তাড়াতাড়ি পাটের বীজ বপণ করুন।

গ্রীষ্মকালীন শাকসব্জী ঃ এখনই গ্রীষ্মকালীন শাকসব্জী বীজ রোপণ করতে চাইলে জমি তৈরি, মাদা তৈরিসহ প্রাথমিক সার প্রয়োগ এখনই করতে হবে। গ্রীষ্মকালীন শাকসব্জীর আগাম নাবি জাত আছে। সুতরাং প্রয়োজন মোতাবেক জাত নির্বাচন করতে হবে।

বৈশাখ মাসে কৃষিতে করণীয় ঃ মাঠে বোরো ধানের এখন বাড়ন্ত পর্যায়। থোড় আসা শুরু হলে জমিতে পানির পরিমাণ দ্বিগুণ বাড়াতে হবে। ধানের দানা শক্ত হলে জমি থেকে পানি বের করে দিতে হবে। এ সময়ে বোরো ধানে মাজরা পোকা, বাদামী ঘাস ফড়িং, সবুজ পাতা ফড়িং, গান্ধি পোকা, লেদা পোকা, শীষকাটা লেদা পোকা, ছাতরা পোকা, পাতা মোড়ানো পোকার আক্রমণ হতে পারে। তাছাড়া বাদামী দাগ রোগ, ব্লাস্ট রোগসহ অন্যান্য আক্রমণ যথাযথভাবে প্রতিহত করতে না পারলে অনেক লোকসান হয়ে যাবে। বালাই দমনে সমন্বিত কৌশল অবলম্বন করতে হবে। সার ব্যবস্থাপনা, আন্তঃপরিচর্যা, আন্তঃফসল চাষ, মিশ্র চাষ, আলোর ফাদ, জৈবদমনসহ লাগসই প্রযুক্তি অবলম্বন করে ফসল রক্ষা করতে হবে। এরপরও যদি আক্রমনের তীব্রতা থেকে যায়, নিয়ন্ত্রণ করা না যায়, তাহলে অনুমোদিত মাত্রায়, বালাইনাশক যথাসময়ে ফসলে প্রয়োগ করতে হবে। বোনা আউশ এবং বোনা আমনের জমিতে আগাছা পরিস্কার, প্রয়োজনীয় সার প্রয়োগ, বালাই ব্যবস্থাপনাসহ অন্যান্য পরিচর্যা যথাসময়ে নিশ্চিত করতে হবে।

পাট ঃ বৈশাখ মাসে তোষা পাটের বীজ বোনার উপযুক্ত সময়। ও-৪ বা ফাল্গুনী তোষা ভালজাত। দো-আঁশ বা বেলে দো-আঁশ মাটিতে তোষা পাট ভাল হয়। বীজ বপণের আগে বীজ শোধন করে নিতে হবে। আগে বোনা পাটে জমিতে আগাছা পরিস্কার, ঘন চারা তুলে পাতলা করা, সেচ এসব কার্যক্রমও যথাযথভাবে করতে হবে। এ সময়ে পাটের জমিতে উড়চুঙ্গা ও চেলা পোকার আক্রমণ হতে পারে। সেচ দিয়ে কিংবা মাটির উপযোগী কীটনাশক দিয়ে উড়চুঙ্গা দমন করুন। চেলা পোকা আক্রান্ত গাছ তুলে ফেলে দিতে হবে এবং জমি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। পোকা ছাড়াও পাটের জমিতে কান্ড পঁচা, শিকড় গিট, হলদে সবুজ পাতা এসব রোগ দেখা দিতে পারে। নিড়ানী, অক্রান্ত গাছ বাছাই, বালাইনাশকের যৌক্তিক ব্যবহার করলে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

ডাল-তৈল ঃ এসময়ে খরিফ-২ এ বোনা মুগ ফসলে ফুল ফোটে। অতি খরায় ও তাপমাত্রায় ফুল ঝরে যায় বলে সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। বৈশাখের মধ্যেই বাদাম, সয়াবিন ও ফেলন ফসল পরিপক্ক হয়ে যায়। পরিপক্ক ফসল মাঠে না রেখে দ্রুত সংগ্রহ করে ফেলুন। সংগৃহীত ফসল জাঁক দিয়ে না রেখে মাড়াই করে খুব ভাল করে শুকিয়ে বায়ুবদ্ধ সংরক্ষণ করুন।

গ্রীষ্মকালীণ শাক-সব্জি ঃ এখন থেকেই গ্রীষ্মকালীণ শাকসব্জী আবাদ শুরু করতে পারেন। শাক জাতীয় ফসল বুদ্ধি খাটিয়ে আবাদ করতে এক মৌসুমে একাধিকবার করা যায়। চিচিঙ্গা, ঝিঙ্গা, ধুন্দুল, শসা, করল্লাসহ অন্যান্য সব্জীর জন্য মাদা তৈরি করতে হবে। ১ হাত দৈর্ঘ্য এবং ১ হাত চওড়া মাদা তৈরি করে মাদা প্রতি পরিমাণমত জৈবসার/গোবর, ১০০ গ্রাম টিএসপি, ১০০ গ্রাম এমওপি ভালভাবে মাটির সাথে মিশিয়ে ৫/৭ দিন রেখে দিতে হবে। এরপর ২৪ ঘন্টা ভেজানো মানসম্মত সব্জী বীজ মাদা প্রতি ৩/৫ টি রোপণ করতে হবে। আগে তৈরিকৃত চারা থাকলে ৩০/৩৫ দিনের সুস্থ সবল চারাও রোপণ করতে পারেন।

বিএডিসি'র উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের বিদায় সংবর্ধনা উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেছেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিব ড. এস এম নাজমুল ইসলাম

বিএডিসি'র উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের বিদায় সংবর্ধনা উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিদায়ী কর্মকর্তাবৃন্দ

অডিট বিভাগ আয়োজিত অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি সহায়ক কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

বিএডিসি'র মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন নালিতাবাড়ী চেল্লাখালি রাবার ড্যামের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিব ড. এস এম নাজমুল ইসলাম

বিএডিসি'র মাধ্যমে বাস্তবায়াধীন নালিতাবাড়ী চেল্লাখালি রাবার ড্যামের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে দেখা যাচ্ছে

বিএডিসি'র চেয়ারম্যানকে একুশে বইমেলা ২০১৫ তে প্রকাশিত ৩টি বই উপহার দিচ্ছেন সবজী বীজ বিভাগের সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও সিবিএ এর সহসভাপতি জনাব মোঃ সামছুল হক

বিএডিসি কর্তৃপক্ষ ও সিবিএ এর সাথে চুক্তি বাস্তবায়নে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা সভায় সংস্থার চেয়ারম্যানসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ ও সিবিএ নেতৃবৃন্দ

বিএডিসি'র সম্মেলন কক্ষে গভীর ও অগভীর নলকূপের জোন অব ইনফ্লুয়েন্স নির্ণয় সমীক্ষার ড্রাফট ফাইনাল রিপোর্ট শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন কৃষিমন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ ইউনুসুর রহমান

বিএডিসি'র সম্মেলন কক্ষে গভীর ও অগভীর নলকূপের জোন অব ইনফ্লুয়েন্স নির্ণয় সমীক্ষার ড্রাফট ফাইনাল রিপোর্ট শীর্ষক সেমিনারে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দের একাংশ

বিএডিসি'র সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত সাধারণ সমন্বয় সভায় সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

বিএডিসি'র গাবতলী বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ কেন্দ্রে উৎপাদিত শ্রীলংকার কেরালা জাতের ২ বছর বয়সের নারিকেল গাছ

বিএডিসি'র গাবতলী বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ কেন্দ্রে ধান বীজের বস্তা সেলাই কার্যক্রম

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এর পক্ষে জনসংযোগ কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে জনসংযোগ বিভাগ, ৪৯-৫১, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা থেকে প্রকাশিত।
ফোন ঃ ৯৫৫২২৫৬, ৯৫৫২৩১৬, ইমেইল ঃ prdbadc@gmail.com, ওয়েবসাইট ঃ www.badc. gov.bd, এবং প্রিন্টোলাইন, ৫১, নয়াপল্টন, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।